



## ৫-সূরা আল মায়দা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২১ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা (তোমাদের) অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর, তোমাদের জন্য গবাদি চতুষ্পদ জন্তু, কেবল ঐ সকল জন্তু বাতিরেকে যাহাদের বিবরণ তোমাদের নিকট আরুতি করিয়া গুনানো হইতেছে, হালাল করা হইল, কিন্তু এই শর্তে যে, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হালাল করিতে পারিবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ হকুম করেন যাহা তিনি চাহেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُكَلِّفُ عَلَيْكُمْ غَيْرُ الْحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ②

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহর নির্দিষ্ট চিহ্নগুলির অবমাননা করিও না, পবিত্র মাসেরও না, কুরবানীর জন্তুগুলিরও না, এবং ঐ জন্তুগুলিরও না যেগুলির গলায় (কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ) মালা পরানো হয়, বায়তুল হারামের পথে অভিযাত্রীগণেরও না যাহারা নিজেদের প্রভুর ফযল ও তাঁহার সন্তুষ্টির অনুসন্ধান ব্যাপ্ত থাকে। যখন তোমরা ইহরাম খুলিয়া ফেল তখন তোমরা শিকার করিতে পার; এবং কোন জাতির এইরূপ শত্রুতা যে, তাহারা তোমাদিগকে মসজিদে-হারাম হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তোমাদিগকে যেন সীমানাঘন করিতে প্ররোচিত না করে। এবং তোমরা পূণ্যকাজে এবং তাকওয়ায় কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমানাঘনে পরস্পর সহযোগিতা করিও না। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آيَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ③

৪। তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত-জীব, এবং রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং উহা, যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম বাতিরেকে অপরের নাম উচ্চারণ করা হয়, এবং শ্বাসরোধ করিয়া নিহত জীব, এবং প্রহারে নিহত জীব এবং উচ্চ স্থান হইতে নিপতনে মৃত-জীব, এবং শূয়াঘাতে মৃতজীব, এবং ঐ জন্তু যাহাকে হিংস্র পশু খাইয়াছে, কেবল উহা ছাড়া যাহাকে

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِلْغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمُؤْتَوَّةُ وَالْمَنْزِيَّةُ وَالنَّطِيعَةُ وَمَا أَكَلَ الشَّيْخُ إِلَّا مَا دَلَّكُمْ تَعَدُّوا عَلَى النَّصِيبِ وَأَنْ تَتَّقُوا بِالْإِثْمِ لَكُمْ فَنُصْ

তোমরা (মরার আগে) যাবাহ করিয়া লইয়াছ, এবং যে জীবকে কোন দেব-দেবীর স্থানে বলি দেওয়া হয় এবং ইহা (নিষিদ্ধ) যে, তোমরা ভাগ্য নির্দেশক তীর সমূহের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় কর। এই সব তোমাদের নাফরমানীর ও পাপকার্যের অন্তর্গত। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা আজ তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন রূপে মনোনীত করিলাম। কিন্তু কেহ যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধা হয়, স্বেচ্ছায় পাপের দিকে না ঝুঁকে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্রমাশীল, পরম দয়াময়।

৫। তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, তাহাদের জন্য কি কি হালাল করা হইয়াছে। তুমি বল, 'সকল পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, এবং শিকারী পশু-পাখী হইতে যাহাদিগকে তোমরা শিকারের শিক্ষা দিয়া বশ কর, যেহেতু তোমরা তাহাদিগকে উহাই শিক্ষা দাও যাহা আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব, উহারা তোমাদের জন্য যাহা ধরে উহা হইতে খাও এবং উহার উপর আল্লাহ্র নাম লও। এবং আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।'

৬। অদ্য তোমাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করা হইল। এবং ঐ সকল লোকের খাদ্য-বস্তু যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তোমাদের জন্য হালাল। এবং তোমাদের খাদ্যবস্তু তাহাদের জন্য হালাল। এবং সতী-সাক্ষী মো'মেন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে সতী-সাক্ষী নারী (তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল) যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের দেন-মহর দিয়া দাও বিবাহের উদ্দেশ্যে, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে, এবং গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারীরূপেও নহে। এবং যে কেহ ঈমানকে অস্বীকার করে, তাহার কর্ম নিফল হয় এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ  
وَإِخْشَاؤُكُمْ الْيَوْمَ أَلَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي  
مَخْصَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ  
وَمَا عَلَّمْتُكُمْ مِنَ الْبُحَارِجِ مُكَلِّينَ لَعَلَّوْهُنَّ وَمِمَّا  
عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فُكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اِنَّ  
اللَّهَ عَلَيْهِ تَوَقَّعُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٥

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ  
غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَخَفِي أَخْذَائِهِنَّ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
الْخَسِيرِينَ ٦

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তোমরা ধৌত কর তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হস্ত কনুই পর্যন্ত এবং তোমরা (সিন্ধু হস্ত দ্বারা) তোমাদের মস্তক মুছিয়া ফেল এবং (ধৌতকর) তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত। এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহা হইলে (গোসল করিয়া) পূর্ণরূপে পবিত্র হও; এবং যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ শৌচাগার হইতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-স্পর্শ করিয়া থাক এবং তোমরা পানি না পাও, তাহা হইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, এই ভাবে যে, উহা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হাত মুছিয়া ফেল। আল্লাহ্ তোমাদিগকে অসুবিধায় ফেলিতে চাহেন না বরং তিনি তোমাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় নেয়ামতকে পূর্ণ করিতে চাহেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৮। এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে সমরণ কর এবং তাহার ঐ অঙ্গীকারকেও যাহা তিনি তোমাদের নিকট হইতে তখন লইয়াছিলেন যখন তোমরা বলিয়াছিলে যে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং আনুগত্য করিলাম।' সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বঙ্গদেশে নিহিত সকল বিষয় সম্বন্ধে সর্বিশেষ অবহিত।

৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কার্জ-কর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত।

১০। যাহারা ঈমান আনে এবং পূণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

১১। এবং যাহারা অস্বীকার করে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা ই জাহান্নামের অধিবাসী হইবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا  
وَإِنْ كُنْتُمْ قَرُبَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ  
الْمَغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ الْمَسَاءِ فَلَمْ عِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ  
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ  
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَكُمْ تَكُونُونَ ①

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنْ اللَّهَ  
عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ②

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا يَحِبُّوا مَكُمْ شَرَاءُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلا تَعْدُوا أَعْدَاؤُكُمْ  
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ③

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ  
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ④

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ⑤

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্ র নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন এক জাতি তোমাদের উপর তাহাদের (যুগ্মের) হাত বাড়াইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি তোমাদের উপর হইতে তাহাদের হাত রুখিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ র তাকওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্ র উপরই মো'মেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

১৩। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অস্বীকার নইয়াছিলেন, এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে বার জন নেতা উত্থিত করিয়াছিলাম। এবং আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সংগে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আমার রসূলগণের উপর ঈমান আন এবং তাহাদিগকে সাহায্য কর এবং আল্লাহ্কে ঋণ দাও—উৎকৃষ্ট ঋণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের যাবতীয় দোষ দূরীভূত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে এমন জামাতসমূহে দাখিল করিয়া দিব যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ অস্বীকার করিবে অবশ্যই সে সোজা পথ হইতে বিদ্রাস্ত হইবে।'

১৪। সুতরাং তাহাদের নিজেদের দৃঢ় অস্বীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম এবং তাহাদের হাদয়গুলিকে কঠিন করিয়া দিয়াছিলাম। (ফলে) তাহারা (কিতাবের) শব্দগুলিকে উহাদের আসল স্থান হইতে রদ-বদল করে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল উহার কতক অংশ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। এবং তুমি তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন বাতীত তাহাদের পক্ষ হইতে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যাশ করিতে থাকিবে। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপেক্ষা করিয়া চল। নিশ্চয় আল্লাহ্ সংকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

১৫। এবং যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান', আমরা তাহাদের নিকট হইতেও তাহাদের অস্বীকার নইয়াছিলাম, কিন্তু যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারাও উহার কতক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি। এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছিল সেই সম্বন্ধে শীঘ্রই আল্লাহ্ তাহাদিগকে অবহিত করিবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ لَا يَسْطُرُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ إِن أَقَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِرُسُلِي وَعَزَوْا عَنْ مَسَايِمِهِمْ فَأَفْرَضْتُ لَهُمْ إِفْرَاضًا فَكَفَرُوا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ فَلَا دَجْلَ لَكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَنُ كَفَرَ بِعَدَدِ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٣﴾

فَمَا نَقِضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَاسِرَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي لَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْهَدَاةَ وَالْغَضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٥﴾

১৬। হে আহলে কিতাব! আমাদের রসুল তোমাদের নিকট আসিয়াছে এবং তোমারা কিতাবের মধ্য হইতে যাহা কিছু গোপন করিতেছিলে সে উহার বহলাংশ তোমাদের নিকটে পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিতেছে এবং বহলাংশ মার্জনা করিতেছে; নিশ্চয় আল্লাহর নিকট হইতে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

১৭। আল্লাহ্ উহা দ্বারা ঐ সকল লোককে যাহারা তাহার সত্ত্বটি চাহে, শাস্তির পথে পরিচালিত করেন, এবং তিনি নিজ আদেশে তাহাদিগকে (প্রত্যেক প্রকার) অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আনোর দিকে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

১৮। তাহার অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ—তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ।' তুমি বল, 'আল্লাহর মোকাবেলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন?' এবং আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলের উপর আধিপত্য আল্লাহর। তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৯। এবং ইহদী এবং খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাহার প্রিয় পাত্র।' তুমি বল, 'তাহা হইলে কেন তিনি তোমাদের পাপসমূহের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দেন? না, বরং তোমরাও সেই সকল মানুষের অন্তর্গত যাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।' তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন। এবং আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার উপর আল্লাহ্রই আধিপত্য এবং তাহারই সমীপে প্রত্যাবর্তন।

২০। হে আহলে কিতাব! রসূলগণের (আবির্ভাবের) বিরতির পর তোমাদের নিকট আমাদের রসুল আসিয়াছে, যে তোমাদের নিকট (সকল বিষয়) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিতেছে পাছে তোমরা বল যে, 'আমাদের নিকট না কোন সুসংবাদদাতা আসিয়াছে এবং না কোন সতর্ককারী।' সূতরাং তোমাদের নিকট অবশ্যই সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী আসিয়াছে। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٦﴾

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٧﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخْلِقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ خَلْقٍ يُعَذِّبُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٩﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

২১। এবং (সম্মুখ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর সেই নেয়ামতকে সম্মুখ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীসগকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে এমন কিছু দান করিয়াছিলেন যাহা তিনি (তদানিন্তন) জগতের অন্য কোন জাতিকে দেন নাই;

২২। হে আমার জাতি ! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যাহা আল্লাহ তোমাদের জন্য অবধারিত করিয়াছেন এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইও না, অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।'

২৩। তাহারা বলিল, 'হে মূসা ! নিশ্চয় তথায় এক দুর্ধর্ম জাতি রহিয়াছে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া যাইবে, আমরা তথায় কখনও প্রবেশ করিব না। সুতরাং যদি তাহারা সেখানে হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তথায় প্রবেশ করিব।'

২৪। যাহারা (আল্লাহকে) ভয় করিত তাহাদের মধ্য হইতে দুই জন, যাহাদিগকে আল্লাহ নেয়ামত দান করিয়াছিলেন, বলিল, 'তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া এই দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, যখন তোমরা ইহাতে প্রবেশ করিবে, তখন তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হইবে। এবং যদি তোমরা মো'মেন হও, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহর উপর নির্ভর কর।'

২৫। তাহারা বলিল, 'হে মূসা ! যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সেখানে অবস্থান করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কখনও তথায় প্রবেশ করিব না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুইজনেই যুদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব।'

২৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি আমার নিজের ও আমার ভ্রাতার উপর ব্যতীত কাহারও উপর অধিকার রাখি না; সুতরাং তুমি আমাদের এবং বিদ্রোহপরায়ণ লোকদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দাও।'

২৭। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তাহাদের উপর ইহা চলিবে বৎসরের জন্য নিষিদ্ধ করা হইল, তাহারা পৃথিবীতে দিশাহারা

وَأَذْأَلْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُومُ أَذْكَرُوا نَفْسَهُ اللَّهُ  
عَلَيْكُمْ أَذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ مَلُوكًا  
وَ أَشْكُرْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ⑤

يَقُومُ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  
وَلَا تَرْجِعُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَقْطِعُوا رُءُوسَكُمْ ⑥

قَالُوا يَنْبُوْسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ⑦ وَإِنَّا لَنْ  
نَدْخُلَهَا حَتَّى نَخْرُجَ مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا  
فَأَنَا وَجَدُونَ ⑧

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا  
ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ  
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑨

قَالُوا يَنْبُوْسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا  
فَاذْهَبْ أَتَتْ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ إِنَّا هَاهُنَا قَوْدُونَ ⑩

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ⑪

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَكْفِهُونَ

৪

[৭]

৮

হইয়া যুরিয়া বেড়াইবে। সুতরাং তুমি বিদ্রোহপরায়ণ লোকদের জন্য দুঃখ করিও না।'

২৮। এবং তুমি তাহাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের রক্তাশ্রু সঠিকভাবে বর্ণনা কর, যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী দিয়াছিল তখন তাহাদের একজনের নিকট হইতে ইহা কবুল করা হইয়াছিল এবং অপরজনের নিকট হইতে কবুল করা হয় নাই। ইহাতে সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করিব।' সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ কবুল করেন মৃত্যুকীর্ণের নিকট হইতে;

২৯। যদিও তুমি আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়ায়, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার হাত তোমার দিকে বাড়াইব না। নিশ্চয় আমি সমগ্র বিশ্ব ভ্রগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি;

৫০। আমি চাহি যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ বহন কর এবং এইভাবে তুমি আত্মনের অধিবাসী হও, এবং ইহাই যালেমদের প্রতিফল।'

৩১। অতঃপর, তাহার (দুই) চিত্র তাহাকে তাহার ভাইকে হত্যা করিতে প্ররত করিল; অতঃপর, সে তাহার ভাইকে হত্যা করিল এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৫২। তখন আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করিলেন, সে মাটি খুঁড়িত লাসিল। যাহাতে সে তাহাকে দেখায় যে কিভাবে সে তাহার ভ্রাতার লাশকে ঢাকিয়া দেয়। সে বলিল, 'হায় পরিতাপ আমার জন্য! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারি নাই যে, আমি আমার ভ্রাতার লাশ ঢাকিয়া দিই?' অতঃপর, সে অনুতাপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৫৩। এই কারণে আমরা বনী ইসরাঈলের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম যে, কেহ কোন ব্যক্তিকে—কোন ব্যক্তির (হত্যার) বদলা বাতিরকে অথবা দেশে কলহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ বাতিরকে—হত্যা করিলে, সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল; যে কেহ একটি জীবনকে বাঁচাইল সে যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীকে বাঁচাইল। এবং আমাদের রসূলগণ অবশ্যই তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল, কিন্তু ইহার পরেও তাহাদের মধ্যে অনেক লোকই দেশে বাড়াবাড়ি কর।

﴿ فِي الْأَرْضِ فَلَتَأْتِيَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ٢٨ ﴾

﴿ وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقْبَلُكَ قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ التَّقِيْنَ ٢٩ ﴾

﴿ لَيْتَ بَسَطْتَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ٥٠ ﴾

﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْأَثَ بِي أَثْمِي وَآثِمُكَ فَتَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ذَلِكَ جَزَاُ الظَّالِمِينَ ٥١ ﴾

﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥٢ ﴾

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُروِيَ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُوحِيَلِي عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ٥٣ ﴾

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكَاسِرُونَ ٥٤ ﴾

৩৪। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় বিশ্বাসী সৃষ্টি করার চেষ্টায় দৌড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কর্মের প্রতিফল ইহাই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে বা ক্রুশবিদ্ধ করিয়া নিহত করা হইবে বা (তাহাদের শত্রুতা মূলক কাজের জন্য) তাহাদের হাত পা বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। ইহা হইবে তাহাদের জন্য ইহকালের লাক্ষ্যনা, এবং পরকালেও তাহাদের জন্য মহা শাস্তি (অবধারিত) রহিয়াছে;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

৩৫। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তাহাদের উপর তোমাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করার পূর্বে তওবা করিবে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَلَهُمْ فِي اللَّهِ عَقُودٌ سَرِيعٌ

৩৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ তাহাকে অবলম্বন কর এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অনুেষণ কর এবং তাঁহার পথে জিহাদ কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৩৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, জগতে যাহা কিছু আছে যদি উহা সবই এবং তৎসঙ্গে উহার সমস্তলা আরও তাহাদের নিকট থাকিত যাহাতে তাহারা কিয়ামতের দিনের আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উহা মুক্তি-পণ স্বরূপ দিতে পারিত, তবু উহা তাহাদের নিকট হইতে কবুল করা হইত না; বস্তুতঃ তাহাদের জন্য যন্ত্রপাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا نَقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৩৮। তাহারা আগুন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না, এবং তাহাদের জন্য এক স্থায়ী আযাব রহিয়াছে।

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَا فِيهِمْ وَهُمْ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

৩৯। এবং যে পুরুষ চোর এবং যে নারী চোর, তোমরা তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ তাহাদের হাত কাটিয়া দাও, ইহা আল্লাহ্ তরফ হইতে দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا ظِلَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৪০। কিন্তু যে কেহ তাহার যুলুম করার পর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাহার প্রতি দয়্যার দৃষ্টিপাত করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ



৪১। তুমি কি অবগত নহ, আল্লাহ্ এমন সত্তা যে আকাশ-মণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য তাঁহারই? তিনি যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন এবং যাহাকে চাহেন ক্ষমা করিয়া দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

﴿قَدِيرٌ﴾

৪২। হে রসূল! যাহারা মুখে বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ ঈমান আনে নাই, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা কুফলী করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে, তাহারা যেন তোমাকে দূঃখিত না করে, এবং ইহুদীদের মধ্য হইতেও কতক এমন আছে যাহারা মিথ্যা কথা কান পাতিয়া শোনে, এমন এক জাতির (কর্ণগোচর করিবার) জন্য শোনে যাহারা এখনও তোমার নিকট আসে নাই। তাহারা কথাগুলি যথাস্থানে বিনাস্ত হওয়ার পর অদল-বদল করিয়া দেয়, এবং বলে, 'যদি তোমাদিগকে ইহা দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা গ্রহণ করিও, কিন্তু যদি তোমাদিগকে ইহা দেওয়া না হয় তাহা হইলে সাবধান থাকিও।' আল্লাহ্ যাহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তুমি তাহার জন্য আল্লাহ্র মোকাবেলায় কিছুই করিতে পারিবে না। ইহারা এমন লোক যাহাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ পরিতুষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন নাই; তাহাদের জন্য ইহজগতে নান্দনা আছে এবং পরকালেও তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি।

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواهُمْ سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْلِهِمْ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ بِكُرْهُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِينَاهُ هَذَا فَخَدَّاهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذُرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِهِمْ فَلْيَضْحَكُوا بِهِمْ لَّهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ عَظِيمٌ لَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী এবং হারাম ওক্ষণে অত্যধিক তৎপর। অতএব, যদি তাহারা তোমার নিকট (বিচার প্রার্থী হইয়া) আসে তাহা হইলে তুমি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর অথবা তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। যদি তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও তাহা হইলে তাহারা আদৌ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং যদি তুমি ফয়সালা কর তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতার সহিত ফয়সালা করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকগণকে ডালবাসেন।

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقَسِيطِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং তাহারা কিরূপে তোমাকে (তাহাদের) বিচারক নিযুক্ত করিবে, যখন তাহাদের নিকট তওরাত আছে, যাহাতে আল্লাহ্র আদেশাবলী মওজুদ রহিয়াছে? ইহা সত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়; এবং তাহারা আদৌ মো'মেন নহে।

وَكَيفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ الَّتِي فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫। নিশ্চয় আমরা তওরাত নামেন করিয়াছিলাম—উহাতে হেদায়াত এবং নূর ছিল, ইহা দ্বারা নবীগণ যাহারা আত্মসমর্পণকারী ছিল, এবং তহজ্জানী পুরুষগণ এবং ইহাদী পণ্ডিতগণ ইহাদীদের জন্য ফয়সালা করিত, যেহেতু তাহাদের উপর আল্লাহর কিতাবের হিফায়তের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক ছিল। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করিও না, বরং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ স্বর মতো বিক্রয় করিও না। এবং আল্লাহ্ যাহা নামেন করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, বস্তুতঃ তাহারা ই কাফের।।

৪৬। এবং আমরা উহাতে তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং 'অন্যান্য' জখমের সমান সমান বদলা। এবং যে ব্যক্তি দাবী প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে ইহা তাহার জন্য কাফ্যফারা (পাপ মুক্তির উপায়) হইবে এবং আল্লাহ্ যাহা নামেন করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃত পক্ষে তাহারা ই যালেম।

৪৭। এবং আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী করিয়া তাহাদের (পূর্ববর্তী নবীগণের) পদাঙ্ক অনুসরণ প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং তাহাকে ইন্‌জীল প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে হেদায়াত ও নূর ছিল এবং উহা তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী এবং মূতাকীগণের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ স্বরূপ ছিল।

৪৮। এবং ইন্‌জীলের অনুসরণকারীদের উচিত, উহাতে আল্লাহ্ যাহা নামেন করিয়াছেন তদনুযায়ী যেন তাহারা ফয়সালা করে, এবং আল্লাহ্ যাহা নামেন করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃত পক্ষে তাহারা ই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

৪৯। এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব সত্য সহকারে নামেন করিয়াছি, যাহা ইহার পূর্বে যে কিতাব রহিয়াছে উহার সত্যায়নকারী এবং উহার উপর তত্ত্বাবধায়নকারী রূপে; অতএব, তুমি তদনুযায়ী তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর যাহা আল্লাহ্ নামেন করিয়াছেন এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে উহা ছাড়িয়া তুমি তাহাদের মন্দ কামনা বাসনার

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَخْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لَكِنَّ هَٰذَا وَالزَّبُرُونَ وَالْأَنْبِيَاءُ إِنَّمَا اسْتُخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوْنَ اللَّهَ ۚ وَكَانُوا لَا يَتَشَاوَرُونَ الْإِنِّي تَمَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَخْلَمْ بِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٥﴾

وَكَلَّمْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ مَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَخْلَمْ بِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٧﴾

وَلِيُخْلَمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ إِنَّا أَنْزَلْنَا فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَخْلَمْ بِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٨﴾

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ قَاعَكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ كُلٌّ جَعَلْنَا لَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُنًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ

অনুসরণ করিও না। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত (বিধান) এবং (স্পষ্ট) কার্য-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে এক উম্মত করিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন তদসম্মত তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। অতএব, তোমরা সংকাজে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে; তখন তিনি তোমাদিগকে ঐ বিষয়ে অবহিত করিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে;

৫০। এবং আল্লাহ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তাহারা তুমি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর এবং তুমি তাহাদের মন্দ কামনা বাসনার অনুসরণ করিও না, এবং তুমি তাহাদের নিকট হইতে সাবধান হও যেন আল্লাহ যাহা তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন উহার অংশ বিশেষ হইতে তাহারা তোমাকে বিচ্যুত করিয়া বিপাকে না ফেলে। কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে জানিও যে, আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য শাস্তি দিতে চাহেন। এবং নিশ্চয় লোকদের মধ্য হইতে অনেকেই দৃষ্টিপরিবর্তন।

৫১। তবে কি তাহারা অত্মমূগের ফয়সালা চাহে? এবং যে জাতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাহাদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে সর্বাধিক উত্তম ফয়সালাকারী?

৫২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ইহদী এবং ষ্টাটাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা একে অপরের বন্ধু। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে সে নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে (গণ্য) হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

৫৩। এবং যাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি রহিয়াছে তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা তাহাদের (কাফেরদের) দিকে দ্রুত ছুটিয়া যায়, তাহারা বলে, 'আমরা ভয় করি যে আমাদের উপর কোন বিপৎপাত ঘটিবে।' সূতরাং হইতে পারে আল্লাহ (তোমাদের জন্য) বিজয় আনয়ন করিবেন অথবা নিজ সন্নিধান হইতে অন্য কোন বিষয় প্রকাশ করিবেন যাহার ফলে তাহারা যে কথা তাহাদের অন্তরে গোপন রাখিয়াছিল উহার জন্য যন্তুষ্ট হইবে।

أَمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ لَّيَبْلُؤْكُمْ فِي مَا أَنشَأْتُمْ فَاسْتَبِقُوا  
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٠﴾

وَإِنِ احْتَكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ يَأْتِزِلْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
وَاحِدًا زَهُمَ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمَنَّ أَنَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ  
ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥١﴾

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ  
حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٢﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ  
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَمَا لَهُمْ  
مِنْهُمْ إِنِ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ  
يَقُولُونَ خَشِئْتُمْ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَسَاءَ اللَّهُ أَنْ تَأْتِي  
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي  
أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, 'ইহারা কি সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহর নামে কসম খাইয়াছিল— নিজেদের গুণ্ড কসম যে, তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে ছিল ? তাহাদের সাজ কর্ম নিশ্চয় হইয়া গেল, ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

৫৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ! তোমাদের মধ্যে যে কেহ নিজের দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে, (সে যেন সমুদ্র রাশে যে) আল্লাহ্ অচিরেই (তাহার পরিবার্তে) এমন এক জাতিকে আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে, যাহারা মো'মেনগণের প্রতি মম্ব হইবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হইবে। তাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করিবে না। ইহা আল্লাহ্র ফয়ল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

৫৬। তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ্, এবং তাহার রসূল এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা নামায় কায়ম করে এবং যাকাত দেয় এবং তাহারা (আল্লাহ্র নিকটে) বিনয়ানবত।

৫৭। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা সমুদ্র রাশুক যে নিশ্চয় আল্লাহ্র দলই বিজয়ী হইবে।

৫৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ! তোমাদের পূর্ব যাহাদিগকে কিতাবে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা-তামাসার বস্তু বানাইয়া লইয়াছে তাহাদিগকে এবং অমান্য কাফেরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। এবং আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর যদি তোমরা মো'মেন হও।

৫৯। যখন তোমরা (লোকদিগকে) নামাযের জন্য আহ্বান কর তখন তাহারা ইহাকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়া-কৌতুক মনে করে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বিবেক-বুদ্ধি শাটায় না।

৬০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! তোমরা কি আমাদের উপর শুধু এই কারণে দোষারোপ কর যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্র উপর এবং উহার উপর যাহা আমাদের প্রতি

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ  
أَيَسْأَلُونَهُمْ لَعْنَهُمْ لَمَّا كَانُوا عَمَلًا لَهُمْ فَاصْبِرُوا  
لِحُكْمِ رَبِّكَ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ تَوَلَّى مِنْكُمْ عَنْ ذِيهِمْ فَصَوِّ  
يَأْتِي اللَّهُ بِعَدُوِّهِمْ يُجِيبُهُمْ وَيُجِيبُوهُ أَذْلًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
أَعْدَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا  
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْهُدَى

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ  
اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنُوا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا وَيَنُكَّرُ  
هُؤُلَاءُ وَآلِيًا مِنَ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ مِنْ بَيْنِكُمْ وَالْفُكُلُ  
أَوْلِيَاءُ وَآتُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُؤُلَاءُ وَآلِيًا  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

قُلْ يَاهَلَّ الْكِتَابِ هَلْ يَنْفَعُونَ بِنَا إِنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ  
إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَإِنْ كُنْتُمْ فَيَقُونَ

নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপর যাহা পূর্বে নাযেল করা হইয়াছে ? অথচ তোমাদের অধিকাংশই দৃদ্ধতি পরায়ণ ।'

৬১। তুমি বন, 'আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রতিফলনের দিক দিয়া উহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যক্তির সংবাদ দিব ? (শুন) যাহাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং যাহার উপর তিনি জ্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, এবং যাহাদের কতককে তিনি বানর ও শূকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগুতের (বিদ্রোহী শয়তানের) ইবাদত করে—ইহারা ই মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ হইতে সর্বাধিক দ্রষ্ট ।

৬২। এবং যখন তাহারা তোমাদের নিকট আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি, অথচ তাহারা কুফরী সহ প্রবেশ করিয়াছিল, এবং তাহারা উহা নহিয়াই বাহির হইয়া গেল; এবং তাহারা যাহা গোপন করে আল্লাহ্ তাহা সর্বাধিক জানেন ।

৬৩। এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে দেখিতেছ যে, তাহারা পাপ করার, সীমা লঙ্ঘন করার এবং হারাম খাওয়ার জন্য দ্বরা করিতেছে । তাহারা যে কাজ-কর্ম করিতেছে তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট ।

৬৪। তত্ত্বজ্ঞানীগণ এবং ইহুদী পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে পাপ কর্মের কথা-বার্তা বলিতে এবং হারাম খাইতে কেন নিষেধ করে না ? তাহারা যাহা কিছু করিতেছে নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ কাজ ।

৬৫। এবং ইহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত বাঁধা ।' বরং তাহাদের হাত বাঁধা এবং তাহারা অভিশপ্ত হইবে উহার কারণে যাহা তাহারা বলিতেছে । বরং, তাহার উভয় হাতই সুপ্রশস্ত । তিনি যেভাবে চাহেন খরচ করেন । এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা অবশ্যই তাহাদের অনেককে বিদ্রোহ ও অস্বীকারে বাড়াইয়া দিবে । এবং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি; যখনই তাহারা সমর্যাগ প্রস্থলিত করে তখনই আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করিয়া দেন । এবং তাহারা পৃথিবীতে উপদ্রব সৃষ্টি করার জন্য দৌড়িয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ উপদ্রব সৃষ্টিকারীদিগকে ভালবাসেন না ।

قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مُتُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَوَّبَ عَلَيْهِ وَجْهَهُ مِنْهُمْ الْقُرْدَةُ وَالْفَنَائِرُ وَعَبْدُ الْكَاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ①

وَلَا جَاءَ دَوْمَرُ قَالُوا أَمْثَلُ وَقَدْ خَلَوْنَا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا يَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ②

وَرَفَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأُولَئِهِمُ التَّحْتِ إِنْشَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ③

لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبِيبُونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأُولَئِهِمُ التَّحْتِ إِنْشَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ④

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَخُلُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ يَخْفُكُفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَبِيلَةُ بَيْنَهُمْ الْعَصَاةُ وَالْبَعْضُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ⑤

৬৬। এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তাহাদের যাবতীয় দোষ তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিতাম এবং তাহাদিগকে বিবিধ নেয়ামতের জামাত সমূহে দাখিল করিতাম।

৬৭। এবং যদি তাহারা তওরাত ও ইনজীল এবং তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা নাযেন করা হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তাহাদের উর্ধ্বেদেহ হইতেও এবং তাহাদের পদতল হইতেও (নেয়ামত) ভোগ করিত। অবশ্য তাহাদের মধ্যে একদল মধ্যপন্থী লোক আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক যে কাজ-কর্ম করিতেছে উহা অতিশয় মন্দ।

৬৮। হে রসূল! তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেন করা হইয়াছে তাহা (লোকদের নিকট) পৌছাইয়া দাও, এবং যদি তুমি এইরূপ না কর তাহা হইলে তুমি তাহার পয়গাম আদৌ পৌছাইলে না। এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কবল হইতে রক্ষা করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

৬৯। তুমি বন, হে আহলে কিতাব! তওরাত এবং ইনজীল এবং তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের প্রতি (এখন) যাহা নাযেন করা হইয়াছে উহাকে যতরূপ পর্যন্ত না প্রতিষ্ঠিত করিবে ততরূপ পর্যন্ত তোমরা কোন কিছু উপর (প্রতিষ্ঠিত) নহ। এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেন করা হইয়াছে উহা অবশ্যই তাহাদের অনেককেই বিদ্রোহ ও অস্বীকারে বাড়াইয়া দিবে; সতরাং তুমি কাফের জাতির জন্য দৃষ্টান্ত করিও না।

৭০। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহদী হইয়াছে তাহারা এবং সাবীগণ এবং খৃষ্টানগণ—যে কেহ ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকর্ম করে, না তাহাদের কোন ভয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

৭১। নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে দৃষ্টান্তকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রতি অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু যখনই কোন রসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু নইয়া আসিয়াছে যাহা তাহাদের মনঃপূত হয়

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَبَاتًا ۖ وَلَئِنْ كَانُوا لَا يُفْقَهُوا رَبِّيهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْهِهِمْ وَمِنْ عَنَانِهِمْ مِنْهُمُ اقْتِطَاعٌ مُّقْتَصِدٌ وَكَثِيرٌ فَمِنْهُمْ سَاءٌ مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَمُوا الثَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْهِهِمْ وَمِنْ عَنَانِهِمْ مِنْهُمُ اقْتِطَاعٌ مُّقْتَصِدٌ وَكَثِيرٌ فَمِنْهُمْ سَاءٌ مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَمُوكُ مِنَ الظَّالِمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا الثَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالصَّابِقِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا مَا خَافُوا عَلَيْهُمْ فَلَا ضَرْرَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٧١﴾

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَرَأَيْنَا آلِهِمْ رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ

নাই, তখনই তাহাদের মধ্যে কতককে তাহারা নিখাবাদী বনিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং কতককে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছে ।

فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٦٦﴾

৭২ । এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে, ইহাতে কোন ফিহ্না হইবে না, সুতরাং তাহারা অন্ধ ও বধির হইয়া গেল । অতঃপর, আল্লাহ তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে অনেকেই পুনরায় অন্ধ ও বধির হইয়া গেল; এবং তাহারা যে কাজ-কর্ম করে তদসম্বন্ধে আল্লাহ সর্বদৃষ্টা ।

وَحِيبُوا إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَاعْمُوا وَصَوَّأْتُمْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَوَّأْتُمْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمُونَ ﴿٦٧﴾

৭৩ । অবশ্যই তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ—তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ;’ অথচ মসীহ স্বয়ং বনিয়াছিল, ‘হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু । প্রকৃত বিষয় এই যে, যে কেহ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তাহার জন্য জামাত হারাম করিয়া দেন এবং আগুনই তাহার আবাসস্থল । বস্তুতঃ যানেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই ।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٦٨﴾

৭৪ । নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, ‘আল্লাহ্‌ তিনের মধ্যে তৃতীয়;’ অথচ এক মা’বদ ব্যতীত কোন মা’বদ নাই । এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিরুত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে ।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثَةٌ وَاللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَنَّا يَقُولُونَ لَيَسْتَنْزِلَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٩﴾

৭৫ । তাহারা কি আল্লাহর নিকট তওবা করিবে না এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না ? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾

৭৬ । মরিয়মের পুত্র মসীহ ছিল কেবল এক রসূল; তাহার পূর্বে সকল রসূল মারা গিয়াছে । এবং তাহার মাতা একজন সত্যবাদিনী ছিল । তাহারা উভয়েই খাদ্য খাইত । দেখ ! আমরা কিরূপে তাহাদের (কল্যাণের) জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি; পুনরায় দেখ ! কিরূপে তাহাদিগকে সত্য হইতে ফিরাইয়া লওয়া হইতেছে ।

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدْقَةٌ كَاذِبًا يَلْكُنُ الْفُكَّامُ أَنْظِرْ كَيْفَ بَيِّنْ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٧١﴾

৭৭ । তুমি বল, ‘তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুই ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহই সর্বশ্রোতা, সর্বজানী ।

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٢﴾

১০  
১১]  
১৪

৭৮। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করিও না এবং ঐ জাতির প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না যাহারা ইতিপূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং আরও অনেককে পথ-ভ্রষ্ট করিয়াছে এবং তাহারা সোজা পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَآضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۝

৭৯। বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে দাউদ এবং মরিয়মের পুত্র ঈসার ভাষায় অভিপ্ৰাণ করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা অবাধাতা করিয়াছিল এবং সীমানাঘন করিত।

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِى إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْاْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۝

৮০। তাহারা যে অন্যায় আচরণ করিত তাহা হইতে তাহারা একে অন্যকে নিরুত্ত করিত না। তাহারা যাহা কিছু করিত নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ।

كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۝

৮১। তুমি তাহাদের মধ্যে হইতে অনেককে দেখিবে যে, তাহারা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতেছে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা নিজদের জন্য অগ্র যাহা প্রেরণ করিয়াছে তাহা অত্যন্ত মন্দ, ফলে আল্লাহ তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারা আশাবে পড়িয়া থাকিবে।

رَأَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن يَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۝

৮২। এবং যদি তাহারা আল্লাহ এবং এই নবী এবং যাহা তাহার উপর নাযেন করা হইয়াছে উহার উপর ঈমান আনিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَٱمَّا نَزَّلَ إِلَيْهِ مَا تَتَّخِذُواْ هُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِن لَّبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ٱفْسَقُواْ

৮৩। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে ইহুদীদিগকে এবং যাহারা শিরুক করিয়াছে তাহাদিগকে নোকেদের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর দেখিতে পাইবে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে নোকেদের মধ্যে তুমি নিশ্চয় সর্বাধিক নিকটবর্তী তাহাদিগকে পাইবে যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান।' ইহা এই জন্য যে, তাহাদের মধ্যে কিছু লোক পণ্ডিত এবং কিছু লোক সম্মাসী রহিয়াছে এবং এই কারণেও যে, তাহারা অহংকার করে না।

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصْرُهُٓ ذَٰلِكَ بِأَن مِّنْهُمْ قَبِيلَيْنِ ۝ وَرَهْبَانًا ۖ وَٱنْتَهَبُواْ ٱلْأَمْوََالَ



৮৪। এবং যখন তাহারা উহাকে প্রবণ করে যাহা এই রসূলের প্রতি নাযেন করা হইয়াছে তখন তুমি তাহাদের চক্ষুগুলি দেখিবে যে, যতটুকু সত্য তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে উহার কারণে ঐগুলি অশ্রুপ্রাবিত হইতেছে। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু, আমরা ঈমান আনিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীগণের তালিকাভুক্ত কর।

৮৫। এবং আমাদের কি কারণ থাকিতে পারে যে, আমরা আল্লাহর এবং যে সত্য আমাদের নিকট আসিয়াছে উহার উপর ঈমান আনিব না, অথচ আমরা আকাঙ্ক্ষা করি যে, আমাদের প্রভু আমাদেরকে সৎকর্মশীল জাতির অন্তর্ভুক্ত করেন?'

৮৬। সুতরাং তাহারা যাহা বলিয়াছে উহার বিনিময়ে আল্লাহ তাহাদিগকে জামাত দান করিলেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তাহারা সেখানে বসবাস করিবে; এবং ইহাই সৎকর্মশীলগণের জন্য পুরস্কার।

৮৭। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ইহারা ই জাহান্নামের অধিবাসী।

৮৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছে! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করিও না, যেগুলিকে আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং তোমরা সীমানংঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমানংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

৮৯। এবং যাহা কিছু আল্লাহ তোমাদিগকে রিহক দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও। এবং আল্লাহর তাকওয়া, অবলম্বন কর, যাহার উপর তোমরা ঈমান আনয়নকারী।

৯০। তোমাদের কসম সমূহের মধ্যে নিরর্থক কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না কিন্তু তোমরা যে দৃঢ় কসম খাও উহার (ভঙ্গের) জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন। সুতরাং ইহার কাক্ফারা হইবে দশজন দরিদ্র বাস্ত্রকে মধ্যম শ্রেণীর শাবার দেওয়া যাহা তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে খাওয়াইয়া থাক; অথবা তাহাদিগকে বস্ত্র দেওয়া, অথবা একজন গোলামকে মুক্ত করা, কিন্তু যে বাস্ত্র

وَرَأَوْا سَيِّعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٤﴾

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

فَأَنشَأَ لَهُمْ اللَّهُ مِنَّا قَرْنًا جَدًّا يُدْرِكُونَ مِن خِطَابِ الْأَنْبِيَاءِ خُلِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٦﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِكَ آهَابُ النَّجِيمِ ﴿٨٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّوا مِمَّا حَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٨﴾

وَكُلُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾

لَا يُؤْخَذُ لَكُمْ بِالْعُوفَىٰ إِن يَزِدَّ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يُؤْخَذُ مِنَّا عَقْدُكُمْ الْإِنْسَانُ فَكْفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارُهُ

সামর্থ না থাকে তাহা হইলে (তাহার জন্য) তিন দিনের রোযা ধর্ম্য । ইহাই হইবে তোমাদের কসমের কাফ্ফারা যখন তোমরা কসম খাও । তোমরা তোমাদের কসমসমূহের হিফায়ত কর । এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিজ আয়াতসমূহকে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ।

৯১ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াহ ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্য-কলাপের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং তোমরা এইগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার ।

৯২ । শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র মিকর এবং নামায হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চাহে । অতএব তোমরা কি নিরুত্ত থাকিবে ?

৯৩ । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক । অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসুলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌছাইয়া দেওয়া ।

৯৪ । যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পূণ্য কর্ম করিয়াছে তাহারা যাহা শাইয়াছে উহার কারণে তাহাদের উপর কোন দোষ বর্তিবে না যদি তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে এবং পূণ্য কর্ম করে, পুনরায় তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে, পুনরায় তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্ম করে । বস্তুতঃ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন

৯৫ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াহ ! আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিশ্চয় এমন শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করিবেন, যাহা তোমাদের হাত ও বশসমূহ ধরিয়া থাকে যেন আল্লাহ্ ঐ সকল লোককে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা গোপনেও তাহাকে ভয় করে । অতঃপর, যে ব্যক্তি ইহার পরও সীমানাঘন করিবে সে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাইবে ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حَفَفْتُمْ وَارْحَمُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْبَيْمَةُ وَالْأَصْنَامُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٩٢﴾

إِنَّمَا يُبَيِّنُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْبَيْمَةِ وَيَصَدِّكُمْ عَنْ يَمِينِكُمْ وَإِذَا بُعِثَ رُسُلُكُمْ عَلَيْهِمْ السُّرُورُ فَهُمْ لَا يَخِفُّونَ ﴿٩٣﴾

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَوْنَا أَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٩٤﴾

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ إِنَّمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٥﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ مَا كَفَرُ مِنَ الْقَيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيُعلمَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ بِالْقَيْدِ مِمَّنْ اعْتَدَى بِدَلِيلِكَ فَلَهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٩٦﴾

১৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াহ্ ! তোমরা ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারের জন্তুকে হত্যা করিও না। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহাকে হত্যা করিবে, সেজ্ঞাতে যে চতুর্দশ জন্তু সে হত্যা করিয়াছে উহার অনুরূপ বিনিময় হইবে, যাহার ফয়সালা তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন নায়মপরায়ণ লোক করিবে, যাহাকে কুরবানীরূপে কা'বা পর্যন্ত পৌছাইতে হইবে, অথবা কাফ্ফারা হইবে কিছু মিসকীনকে খাদ্য দান বা সেই অনুপাতে রোজা পালন যেন সে নিজের কাজের পরিণাম ফল আদায়ন করে। যাহা পূর্বে হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় যে কেহ ইহা করিবে, তাহার নিকট হইতে আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী।

১৭। তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে সমুদ্রের শিকার এবং উহার উচ্চ, ডোঙ্গ-সামগ্রী স্বরূপ তোমাদের জন্যও এবং মুসাকেরদের জন্যও; এবং যতরূপ পর্যন্ত তোমরা ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় থাক, স্থানের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর—যাহার নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

১৮। আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য চিরস্থায়ী উন্নতির উপায় করিয়াছেন পবিত্র গৃহ কা'বাকে এবং পবিত্র মাসকে এবং কুরবানীসমূহকে এবং গলায় মালা পরিহিত পণ্ডুলিকেও। ইহা এই জন্য যেন তোমরা জানিতে পার যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সবই অবগত আছেন এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

১৯। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতি কঠোর এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১০০। এই রসূলের উপর দায়িত্ব কেবল (পয়গাম) পৌছাইয়া দেওয়া এবং আল্লাহ্ অবগত আছেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

১০১। তুমি বল, 'অপবিত্র এবং পবিত্র সমান হইতে পারে না,' যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে।

অতএব, তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, হে বন্ধিমান ব্যক্তিগণ ! যেন তোমরা সফলকাম হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ  
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّمَّا قَتَلَ مِنْ  
الْأَنْعَامِ يَنْقَرُهُ ذَوَا عِلْفٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ  
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ سِيَّمَا  
لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ  
يَنْقَرِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ  
وَالْغَارَةِ وَحُومٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَوْنَ ۝

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَمِينَةَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلْقَارِ  
الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ وَالْقَلَابِدِ ذَلِكَ لِيَتَذَكَّرُوا  
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السُّبُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ  
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ ۝

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ  
وَمَا تَكْتُمُونَ ۝

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ  
الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ۝

১০২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না, যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইলে তোমাদের কষ্টের কারণ হইবে এবং যদি তোমরা কুরআন নাযেন করার সময়ে ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হইবে। আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে বিরত আছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্রমাশীল, পরম সচিব।

১০৩। তোমাদের পূর্বেও একজাতি এইরূপ (বিষয়াদি সম্বন্ধে) প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহার অস্বীকারকারী হইয়া গেল।

১০৪। আল্লাহ্ কোন বাহীরা, সাইবাহ্, ওয়াসীলাহ্, এবং হাম নির্ধারণ করেন নাহি, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং তাহাদের আধকাংশই বৃদ্ধি-বিবেচনা করে না।

১০৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, "আল্লাহ্ যাহা নাযেন করিয়াছেন তাহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস", তাহারা বলে, "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।" কী! যদিও তাহাদের পিতৃ-পুরুষগণ না কোন জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে এবং না কোন হেদায়েত গ্রহন করিয়া থাকে, তথাপিও (তাহারা অন্ধ অনুকরণ করিবে)।

১০৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। যখন তোমরা হেদায়াত-প্রাপ্ত হও তখন যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; তখন তিনি তোমাদিগকে তাহা অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিতে।

১০৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু কাল উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়াত করিবার সময় তোমাদের মধ্যে সাক্ষা-দানের ব্যবস্থা এই হইবে যে, তোমাদের মধ্যে হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী হইবে; অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্যে হইতে দুইজন হইবে, যদি তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর করিতে থাক এবং তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ নামিয়া আসে। তোমরা নামাযের পর উড়য়কে (সাক্ষা দেওয়ার জন্য) আটকাইবে, যদি তোমরা (তাহাদের সাক্ষা সম্বন্ধে) সন্দেহান হও তাহা হইলে তাহারা আল্লাহর কসম খাইয়া

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلُكُمْ تَسْأَلُوا وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزِلَ الْقُرْآنُ تَبَدِّلُكُمْ عَنِ اللَّهِ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كُفْرِينَ ۝

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَيِّنَةٍ وَلَا مَاسِجٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَافٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْكُمُونَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ حَضَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الضُّلُوِّ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا تَشْرِي بِهِ نَسَاءً وَلَا نَوَكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُنْمُ شُهَادَةَ اللَّهِ

বলিবে, 'আমরা ইহা দ্বারা কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদিও সে (যাহার সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আমাদের) নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন; আমরা আলাহর (নির্দিষ্ট সত্য) সাক্ষ্য গোপন করিব না, করিলে নিশ্চয় আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

إِنَّا إِذَا لَيْنَ الْإِثْمِينَ ۝

১০৮। কিন্তু যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন (সাক্ষীদ্বয়) পাপের ভাগী হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত দুই জনের স্থলে অন্য দুই ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে দাঁড়াইবে যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং তাহারা আলাহর কসম খাইয়া বলিবে, 'নিশ্চয় আমাদের সাক্ষ্য (পূর্ববর্তী) ঐ সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই; যদি আমরা ইহা করিয়া থাকি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যালেমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَاحْزَنَ يَقُولُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَفْتَىٰ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ قَمِيعِينَ ۖ يَاللَّهُ لَشَهِادَتُهُمَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا وَعَدْنَا بِإِنَّا إِذَا لَيْنَ الظَّالِمِينَ ۝

১০৯। ইহা উত্তম পদ্ধতি, যদ্বারা তাহারা সঠিক রূপে সাক্ষ্য দিবে, অথবা ঐই কথার ভঙ্গ করিবে যে, তাহাদের কসমকে অন্য কসমের দ্বারা রদ্ করা হইবে। এবং তোমরা আলাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং কান পাতিয়া শ্রবণ কর। কারণ আলাহ্ বিদ্রোহপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

ذَلِكَ أَذَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَالُفُوا ۚ أَنْ تَرُدَّ آيْمَانُكُمْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَأَتُوا اللَّهَ وَنَسُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

১১০। (সেই দিনকে সম্মরণ কর) যে দিন আলাহ্ রসূলগণকে একত্রিত করিবেন এবং বলিবেন, 'তোমাদিগকে কি জবাব দেওয়া হইয়াছিল?' তাহারা বলিবে, 'আমরা জানি না; নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাত।'

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

১১১। যখন আলাহ্ বালিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা! তুমি তোমার উপর এবং তোমার মাতার উপর আমার নেয়ামতকে সম্মরণ কর, যখন আমি রূহান কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তোমাকে সামর্থ্য দান করিয়াছিলাম, তুমি দোলনায় ও পৌড় বয়সে লোকদের সহিত কথা বলিতে, এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব এবং হিকমত এবং তওরাত এবং ইন্জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম, এবং যখন তুমি আমার আদেশে কাদা হইতে পানীয় অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করিতে, অতঃপর উহাতে (নব-জীবন) ফুৎকার করিতে তখন আমার আদেশে উহা উড্ডয়নশীল হইত, এবং আমার আদেশে তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিতে, এবং আমার আদেশে তুমি মৃতকে উদ্বীত করিতে, এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমা হইতে

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِمَرْيَمُ ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكَرَتِمْ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكُونُ النَّاسُ فِي السُّهُوِّ وَكُهْلًا وَإِذْ عَلَّمْنَاكِ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ خَلَقْنَا مِنْ طِينِ كَهَيْئَةِ الظِّلِّ بِأَذْنِ قَسْفَخٍ فِيهَا تَكُونُ طَلْرًا بِأَذْنِ وَتَبْرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِ وَإِذْ نُوحِي الْأَمْرَ بِأَذْنِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَعَلْنَاهُمْ

রুখিয়া রাখিয়াছিলাম, যখন তুমি তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহসহ আসিয়াছিলে ; এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'ইহা প্রকাশ্য যাদু বাতীত কিছুই নহে ।'

১১২ । এবং স্মরণ কর আমার নেয়ামতকে যখন আমি হাওয়ারীদের প্রতি ওহী করিয়াছিলাম : 'আমার উপর এবং আমার রসূলের উপর ঈমান আন,' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী ।'

১১৩ । (স্মরণ কর) যখন হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তোমার প্রভু কি আকাশ হইতে আমাদের জন্য খাদ্য-ভরতি খাফা নাযেল করিতে পারেন ?' সে বলিল, 'তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক ।'

১১৪ । তাহারা বলিল, 'আমরা চাহি যে, আমরা উহা হইতে খাই, এবং আমাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং আমরা জানিতে পারি যে, তুমি আমাদের সত্য বলিয়াছ এবং আমরা যেন উহার উপর সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত হই ।'

১১৫ । মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল, 'হে আল্লাহ আমাদের প্রভু! তুমি আকাশ হইতে আমাদের জন্য খাদ্য ভরতি খাফা নাযেল কর যেন উহা আমাদের প্রথমাংশের জন্য এবং আমাদের শেষ অংশের জন্য ঈদ স্বরূপ হয় এবং তোমার নিকট হইতে এক নিদর্শন হয় এবং তুমি আমাদেরকে রিয়ক দান কর এবং তুমি সর্বোত্তম রিয়কদাতা ।'

১১৬ । আল্লাহ বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর ইহা নাযেল করিব ; কিন্তু তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ ইহার পর অকৃতজ্ঞতা করিবে, আমি তাহাকে এমন কঠোর শাস্তি দিব যে, বিশ্ব-জগতের অপর কাহাকেও এমন শাস্তি দিব না।'

১১৭ । এবং যখন আল্লাহ বলিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, আল্লাহকে ছাড়িয়া আমাকে এবং আমার মাতাকে দুই মা'ব্দ রূপে গ্রহণ কর ?' সে বলিবে, 'তুমি পরম পবিত্র, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল

بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا  
سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١١٢﴾

وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ائْتُوا بِى وَرَسُولِى  
قَالُوا أَمَنَّا وَ أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١٣﴾

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ  
رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ أَتَقُولُوا  
اللهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ  
﴿١١٥﴾ أَنْ قَدْ صَدَّقْنَا وَ نَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٦﴾

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً  
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَ آخِرِنَا وَ آيَةً  
مِنْكَ وَ زَكَاةً وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٧﴾

قَالَ اللَّهُ إِنِّ مَنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَرَسٌ يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ  
﴿١١٨﴾ فَإِنِّي أَعَذُّبُ عَذَابًا لَّا أَعَذُّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٩﴾

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ  
اتَّخِذُونِى وَ اِبْنِى الْهَيْدِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ يَحْتَكِلُ  
مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ

না যে, আমি এমন কিছু বলি যাহা বলার অধিকার আমার নাই। যদি আমি ইহা বলিয়া থাকিতাম তাহা হইলে অবশ্য তুমি উহা জানিতে। তুমি জান যাহা আমার অন্তরে আছে, কিন্তু আমি তাহা জানি না যাহা তোমার অন্তরে আছে। নিশ্চয় তুমিই অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাতা ;

১১৮। আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহার আদেশ তুমি আমাকে দিয়াছিলে যে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, এবং আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাহাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী ;

১১৯। যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তাহা হইলে তাহারা তো তোমারই বান্দা এবং যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তাহা হইলে নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় ।'

১২০। আল্লাহ বলিবেন, 'এই দিনটি এমন যে, সত্যবাদীগণের উপকারে আসিবে তাহাদের সত্যবাদিতাই। তাহাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ রহিয়াছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত ; উহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ; ইহাই মহান সফলতা ।'

১২১। আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের আধিপত্য আল্লাহরই ; এবং তিনিই সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ  
مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ⑤

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّنِي  
وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا  
تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الْغَیْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑥

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ  
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑦

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ  
لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑧

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑨